‘চ’ ইউনিট

চারুকলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি নির্দেশিকা ২০১৬-২০১৭

(চার বৎসর মেয়াদি বিএফএ সম্মান কোর্স)

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ বিএফএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম ওয়েবসাইটে ২২-০৮-২০১৬ তারিখ থেকে পাওয়া যাবে। পূরণকৃত ফরম ২২-০৮-২০১৬ থেকে ০৭-০৯-২০১৬ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ফর্ম জমা দেওয়ার আগে পরীক্ষার ফিস বাবদ ৩০০ (তিনশত) টাকা এবং অনলাইন আবেদন সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩০ (ত্রিশ) টাকা ও ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০ (বিশ) টাকা সর্বমোট ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র নির্ধারিত ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

অনুষদের ৮ (আট) টি বিভাগের জন্য মোট আসন সংখ্যা ১৩৫ :

১. অঙ্কন ও চিত্রায়ণ-৩০ ২. গ্রাফিক ডিজাইন-২৫ ৩. প্রিন্টমেকিং-১২ ৪. প্রাচ্যকলা-১৫ ৫. মৃৎশিল্প-১০
৬. ভাস্কর্য-১০ ৭. কারুশিল্প-১৫ ৮. শিল্পকলার ইতিহাস-১৮

প্রার্থীর প্রাথমিক যোগ্যতা:

- ২০১১ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৬ সনের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘চ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নে উল্লেখিত শর্তসমূহ পুরণ করেছে কেবল তারাই ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএফএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষাদ্বয়ের ৪র্থ বিষয় সহ মোট জি.পি.এ. ৬.৫ হতে হবে। তবে উভয় পরীক্ষার কোনোটিতে আলাদাভাবে জিপিএ ৩-এর কম নম্বরধারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না।

- জি.সি.ই/ক্যামব্রিজ : ২০১১ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত ও-লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং ২০১৬ সনের এ-লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে ও-লেভেল এবং এ-লেভেলের মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে যথাক্রমে ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে বি-গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে কমপক্ষে সি-গ্রেড থাকতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করার পূর্বেই “চ” ইউনিটের অফিসে (চারুকলা অনুষদের ডিন অফিস) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সমতা নিরূপণের জন্য নির্ধারিত ফি ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) জমা দিতে হবে। “ও” এবং “এ” লেভেল পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ:

  এ = ৫.০ বি = ৪.০ সি = ৩.৫ ডি = ৩.০

- সমমানের বিদেশী সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীকে সমতা নিরূপনের জন্য সকল পরীক্ষা পাসের প্রমাণপত্রসহ পঠিত সকল বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচির (Syllabus) অনুলিপি জমা দিতে হবে।
- ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরূপণের সনদে উল্লেখিত "Equivalence ID" ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

- ভর্তি পরীক্ষা ২টি অংশে অনুষ্ঠিত হবে (সাধারণ জ্ঞান ৫০ + ফিগার ড্রইং ৭০ = ১২০ নম্বর)।
- প্রবেশপত্র সঙ্গে না থাকলে পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার কোনো অংশেই অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- প্রথমাংশের পরীক্ষা "সাধারণ জ্ঞান" আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। MCQ পদ্ধতির সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণসহ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমসাময়িক ঘটনাবলী প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। প্রথমাংশের ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুসারে শুধুমাত্র প্রথম ১,৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন পরীক্ষার্থীকে দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হবে। দ্বিতীয়াংশের জন্য নির্বাচিতদের প্রত্যেককে মূল প্রবেশপত্রসহ প্রথমাংশের পরীক্ষার ফলাফলের একটি প্রিন্টেড কপি নির্বাচিত হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পরবর্তী ফিগার ড্রইং পরীক্ষার সময় সাথে আনতে হবে।
- দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষা "ফিগার ড্রইং" আগামী ০১ অক্টোবর ২০১৬, শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১:৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ।
- রোল নম্বর অথবা সিরিয়াল নম্বর অনুসারে পরীক্ষার আসনবন্টন হবে। ওয়েবসাইটে এবং পরীক্ষার আগের দিন অনুষদের ডিন অফিসে রক্ষিত নোটিশবোর্ডে আসনবন্টন তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।
- যথা সময়ে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পরীক্ষার হলে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করতে হবে।
- **পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কোনো অবস্থাতেই বই, কাগজপত্র, ব্যাগ, ডিজিটাল ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা, ট্যাব, এটিএম কার্ড ইত্যাদিসহ কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।**
- "ফিগার ড্রইং" পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য সরঞ্জামাদি (যেমন পেন্সিল, ইরেজার, কলম, পেপার-ক্লিপ এবং ন্যূনতম ১২ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি বোর্ড) পরীক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে প্রবেশপত্র অনুসারে পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্য ইংরেজিতে এবং রোল নম্বর ও ক্রমিক নম্বর বাংলায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। হাজিরা ফর্দ সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।
- সাধারণ জ্ঞান ও ফিগার ড্রইং দুইটি পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বরের ৪০% অর্থাৎ ৪৮ নম্বরকে পাস নম্বর হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের মেধাক্রম তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ওয়েবসাইটে নোটিশ প্রকাশ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ফল এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

ভর্তি পরীক্ষা পরবর্তী প্রার্থীর করণীয়

- ☐ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা তাদের কাঙ্খিত বিভাগে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমটি (পছন্দক্রম ফরম) ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পূরণ করবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে “পছন্দক্রম ফরম” পূরণে ব্যর্থ হলে পরীক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। পরীক্ষার্থীর মেধাক্রম ও বিভাগ পছন্দের ক্রম অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভাগ নির্ধারণ হবে।

- ☐ ফল প্রকাশের পর ওয়েবসাইটে ঘোষিত তারিখের মধ্যে ভর্তির বিষয়ে বিভাগের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও এসএসসি সনদপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

- ☐ ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রে ব্যবহৃত সকল স্বাক্ষর ও পাসপোর্ট সাইজ ছবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রে ব্যবহৃত স্বাক্ষর ও ছবির অনুরূপ হতে হবে।

- ☐ ওয়ার্ড, আদিবাসী ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ভর্তি প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে কোটার অনুকূলে প্রাপ্ত প্রমাণপত্রের (ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র, আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে আদিবাসী প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্র) সত্যায়িত ফটোকপিসহ উক্ত সময়সীমার মধ্যে ডিন অফিসে জমা দিতে হবে।

মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীর করণীয়

- ☐ ভর্তি প্রার্থীকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করে প্রাপ্ত বিভাগ থেকে পে-ইন-স্লিপ সংগ্রহ করে উল্লেখিত পরিমাণ টাকা জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র শাখায় জমা দিতে হবে এবং পে-ইন-স্লিপের কাউন্টার-ফয়েল বিভাগের কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে ভর্তি-ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

- ☐ মনোনীত হওয়ার ও বিভাগ নির্ধারণের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে প্রার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে।

- ☐ বিভাগের চাহিদা অনুসারে প্রার্থীকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো আনতে হবে:
  ক) ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি। খ) সকল পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ২ কপি করে নম্বর পত্রের/ ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি। গ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল প্রবেশপত্র ও ফটোকপি (২টি)। ঘ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাবকের আয়ের সনদপত্র। ঙ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রশংসাপত্রের মূল কপি ও ফটোকপি (২টি)। চ) মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের মূল সনদপত্র।

- ☐ ছবি ও ফটোকপি ভর্তিচ্ছু বিভাগের শিক্ষক সত্যায়িত করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মনীতির যে কোনো ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।